যায়যায়দিন

তারিখ 13 JAN 2013
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

উপাচার্যবিহীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়!

যায়যায়দিন রিপোর্ট

অস্থায়ী নিয়োগ নিয়েই পূর্ণাঙ্গ মেয়াদকাল পার করলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। ২০০৯ সালের ১৭ জানুয়ারি সাময়িকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার উপাচার্য হিসেবে তার চার বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেছেন। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান নতুন কাউকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেননি। তাই উপাচার্যবিহীন পুরো একদিন কাটলো প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের।

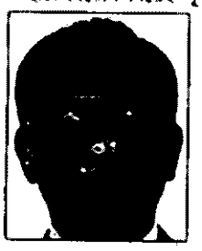

৭৩-এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী সিনেটের মাধ্যমে উপাচার্য নির্বাচনের কথা থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দেয়া হয়। অস্থায়ী নিয়োগ নিয়ে উপাচার্যের পদ আঁকড়ে থাকা নিয়ে খোদ আওয়ামী লীগ ও বাম সমর্থিত শিক্ষকদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়। জানা গেছে, ২০০৮ সালে মহাজোট

বিশ্ববিদ্যালয় : পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয় : উপাচার্যবিহীন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সরকার ক্ষমতায় আসার ১১ দিন পর ২০০৯ সালের ১৫ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৭ জানুয়ারি। '৭৩ সালের অধ্যাদেশের ১১ (২) ধারা (চ্যান্সেলরকে অস্থায়ীভাবে ভিসি নির্বাচনের ক্ষমতা প্রদান) অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমেদ তাকে নিয়োগ দেন। চ্যান্সেলর স্বাক্ষরিত ওই নিয়োগপত্রে বলা হয়- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ১৫/১/২০০৯ নং সা ১৮/১ ঢাবি ৩/২০০০/২০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের বরাতে এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজকে উপাচার্যের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট কর্তৃক নির্বাচনের তিন ব্যক্তির প্যানেল হইতে উপাচার্য নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩ এর ১১/২ ধারা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে সাময়িকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব প্রদান করিয়াছেন।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত সরকারপ্রধানই ভিসি নিয়োগ করতেন। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশ হলে '৭৪ সাল থেকে তা কার্যকর হয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম ওই অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। অধ্যাদেশের ১২(১) ধারায় বলা হয়েছে, সিনেটরদের ভোটে নির্বাচিত ৩ জনের প্যানেল থেকে চ্যান্সেলর চার বছরের জন্য ভিসি নিয়োগ দেবেন। তবে নির্বাচিত ভিসির ক্যাম্পাস ত্যাগ, অসুস্থতা, পদত্যাগ কিংবা ভিন্ন কোনো কারণে পদ শূন্য হলে ১২(২) ধারা অনুযায়ী চ্যান্সেলর সাময়িকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য একজনকে ভিসি নিয়োগ দিতে পারবেন। কিন্তু সাময়িকভাবে দায়িত্ব পাওয়া উপাচার্য পূর্ণ মেয়াদ পার করেন। ইতোপূর্বে অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ অধ্যাদেশের ১২(২) ধারা অনুযায়ী অস্থায়ী নিয়োগ পেলেও ২০০২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর সিনেটের মাধ্যমে নির্বাচিত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার মেয়াদ শেষ হয় ২০০৮ সালের ৩০ মে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয় আচার্য তৎকালীন রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দীন আহমেদ অধ্যাদেশ অনুযায়ী পুনরায় তাকে ওই পদে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন। এরপর অব্যাহতি আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০০৯ সালের ১৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি তাকে অব্যাহতি দিয়ে অস্থায়ীভাবে অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিককে নিয়োগ দেন।

গত চার বছরে নির্বাচনের প্যানেল দেয়ার দাবিতে আওয়ামী লীগ ও বাম সমর্থিত নীল এবং বিএনপি-জামায়াতপন্থি সাদা দলের পক্ষ থেকে পৃথকভাবে একাধিকবার সোচ্চার হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ২০১১ সালের জুনে অনুষ্ঠিত সিনেট অধিবেশনেও এ নিয়ে জোর দাবি হয়। সর্বশেষ নির্বাচিত উপাচার্যের দাবিতে ১৩ ফেব্রুয়ারি রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট দলের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার মাধ্যমে ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন এজেন্ডাভুক্ত সিনেট অধিবেশন ডাকার সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে তার মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে। তবে নতুন উপাচার্য নিয়োগ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির দপ্তর থেকে এখনো কিছু জানানো হয়নি।